প্রিয়া ফিল্ম্‌সের নিবেদন
হাটে বাজারে

বনফুলের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত কাহিনী

প্রযোজনা : অসীম দত্ত

চিত্রনাট্য, সংগীত, পরিচালনা :

তপন সিংহ

আলোকচিত্র : দীনেন গুপ্ত

শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বোস

সম্পাদনা : সুবোধ রায়

রূপসজ্জায় : শক্তি সেন

শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জী, বাণী দত্ত, সুজিত সরকার, অনিল তালুকদার, রথীন ঘোষ

সংগীত গ্রহণ ও শব্দপূণর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ

ব্যবস্থাপনা : সুধীর গাঙ্গুলী

কর্মসচিব : রতন চক্রবর্তী

পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত

চিত্রপরিস্ফুটন : আর, বি, মেহতা

স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ

প্রচার পরিকল্পনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : শ্যামল চক্রবর্তী, পলাশ বন্দোপাধ্যায়, বিবেক বক্সী

আলোকচিত্রে : সুনীল চক্রবর্তী, বেনু সেন, ক্ষেত্র লেক্ষা

শিল্পনির্দেশনায় : সূর্য্য চ্যাটার্জী

সম্পাদনায় : নিমাই রায়

সংগীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজন : জ্যোতি চ্যাটার্জী

সংগীত পরিচালনায় : অলোক দে

চিত্রপরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী কানাই ব্যানার্জী

ব্যবস্থাপনায় : গৌর দাস, বনমালী পাণ্ডে

পটশিল্প : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য

আলোকসম্পাতে : শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল শৈলেন দত্ত, হরিপদ হাইত, কালীচরণ ক্ষত্রী, জগু সিং

মঞ্চনির্মানে ঃ ভোলানাথ ভট্টাচার্য
রূপসজ্জা ঃ পাঁচু দাস, অমল চক্রবর্তী
সাজসজ্জা ঃ সিনে ড্রেস, যতীন কণ্ডু
ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ষ্টুডিও,
ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও এবং
টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত। ইণ্ডিয়া
ফিল্ম লেবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

হিজ ম্যাজেষ্টিস্ গভর্ণমেণ্ট অফ ভুটান
শ্রী ডি. এন, ভৌমিক (রেডব্যাঙ্ক)
„ রজতকান্তি সেনগুপ্ত (শিলিগুড়ি)
„ ডি, সুর চৌধুরী (সামচি)

কণ্ঠসংগীতে ঃ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়,
মৃণাল চক্রবর্তী ও বৈজয়ন্তীমালা

—অভিনয়ে—

অশোক কুমার, বৈজয়ন্তীমালা
অজিতেশ ব্যানার্জী

শমিতা বিশ্বাস, ছায়া দেবী, ভানু বন্দোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, গীতা দে, অজয় গাঙ্গুলী, প্রসাদ মুখার্জী, পার্থ মুখার্জী, নির্মল চ্যাটার্জী, চিন্ময় রায়, সমিত ভঞ্জ, শ্যাম লাহা, বঙ্কিম ঘোষ, বিনয় লাহিড়ী, সলিল দত্ত, শ্যামল ব্যানার্জী, সমীর মজুমদার, রণজিৎ সেন, রসরাজ চক্রবর্তী, আশা দেবী, সাধন সেনগুপ্ত, মণি শ্রীমানী, রথীন ঘোষ, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জী, সতু মজুমদার, ভবরূপ ভট্টাচার্য্য, রমা দাস

পরিবেশনা ঃ

নেপচুন পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

গল্প

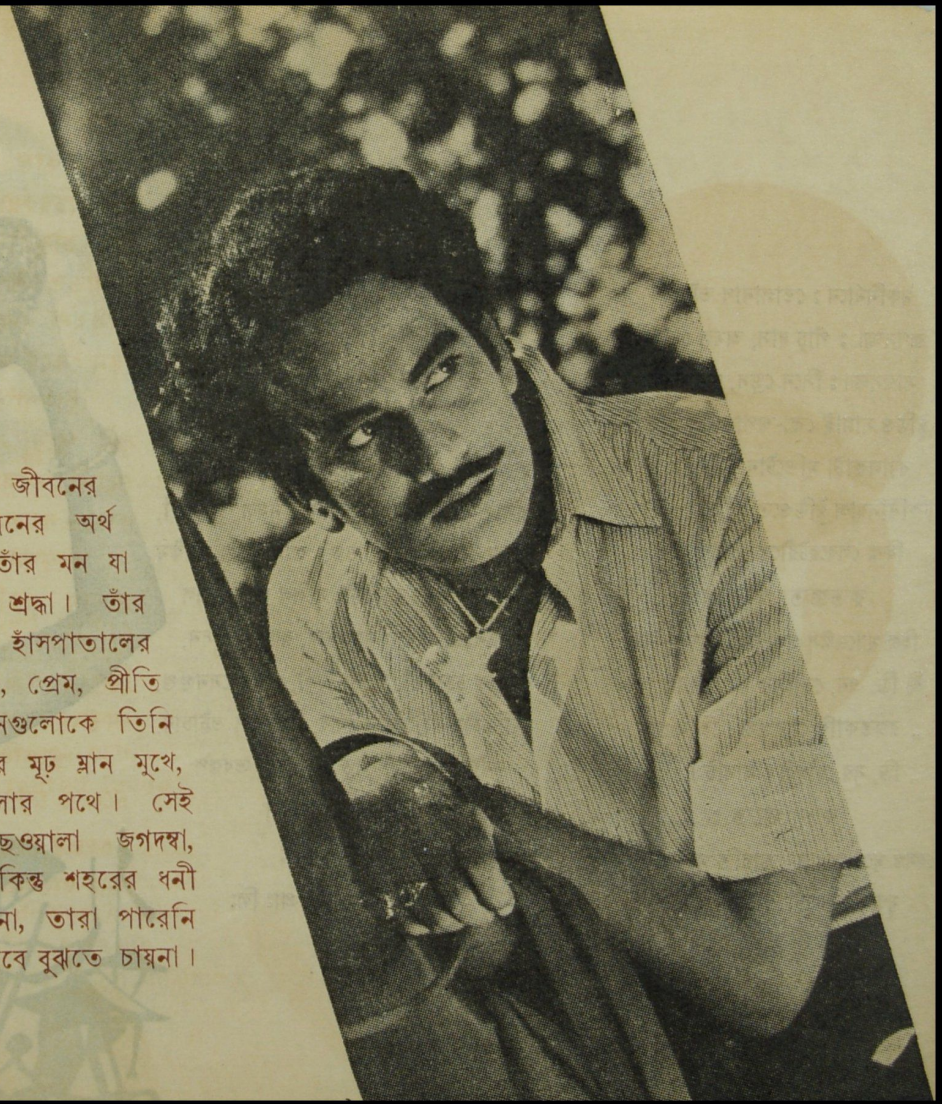

সিভিল সার্জেন সদাশিব মুখার্জী জীবিকার মাধ্যমে জীবনের বিচার কোনোদিন করতে পারেননি। তাঁর কাছে জীবনের অর্থ ছিল ভিন্ন। চিকিৎসকের নিছক কর্ত্তব্যবোধের বাইরেও তাঁর মন যা চাইত, তা হ'লো মানুষের প্রতি ভালবাসা, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর কাছে জীবনের কোনো জাতি বিচার ছিলনা। সে কারণেই হাঁসপাতালের সীমানা ঘেরা প্রাচীর তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। সেবা, প্রেম, প্রীতি আর সৌহার্দ্দ বিলিয়ে বিধাতার সৃষ্টি খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত জীবনগুলোকে তিনি বেঁধেছিলেন এক সূত্রে। ভাষা দিয়েছিলেন অনেক বস্তিবাসীর মূঢ় ম্লান মুখে, আলো দেখিয়ে ছিলেন অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের চলার পথে। সেই আলোয় পথ চিনে এসেছিল গ্যারেজওয়ালা অমল, মাছওয়ালা জগদম্বা, দুধওয়ালী ডালিয়া আর তরকারীওয়ালী সরলা ছিপলী। কিন্তু শহরের ধনী ব্যবসায়ী ছবিলাল আর তার উদ্ধত পুত্র লছমনলাল? না, তারা পারেনি সদাশিবকে সহজ ভাবে বুঝতে। জীবনকে তারা সহজ ভাবে বুঝতে চায়না। সে কারণেই তারা ডাক্তারের শত্রু।

একান্ত নিভৃতে ছোট্ট একটু বন্ধন। ড্রাইভার আলি, রাঁধুনি আজবলাল আর চিররুগ্না প্রিয়তমা স্ত্রী মনু। কিন্তু অকস্মাৎ নিভে গেল মনুর জীবন দীপ। আর চাকুরী নয়, কিসের যেন হাতছানি অনুভব করেন ডাক্তার—উৎপীড়িত নিপীড়িত শীর্ণকায় মানুষগুলো তাঁকে যেন ডাকে, অনুরোধ করে, সেবা দিয়ে চিকিৎসা দিয়ে তাদের বাঁচাতে। সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে ডাক্তার। এক বন্ধন কেটে অনেক বন্ধনে জড়িয়ে পরেন।

হাঁসপাতালের সরঞ্জামে ভরতি একটি মোটর গাড়ী নিয়ে যাত্রা হয় শুরু। সঙ্গী পুরোনো বন্ধু জজ নটুবাবু, ড্রাইভার আলি আর নার্স হিসেবে তরকারী ওয়ালী সরলা ছিপলী। ভ্রাম্যমান একটি ছোটখাট হাঁসপাতাল—কখনও হাটে কখনও বাজারে, পল্লীতে, বস্তীতে মানুষের মনে হাঁসি ফোটাতে ব্যস্ত।

লছমনলাল কিন্তু শত্রুতার কথা ভোলেনি। ছিপলীকে তার চাই-ই। সুযোগ একদিন আসে। রাতের বস্তি নাচে গানে মত্ত। ডাক্তারের নাম করে ছিপলীকে ডেকে পাঠায় লছমনলাল। উন্মত্ত পাশবিকতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিপলী রুদ্ধ আক্রোশ আর বেদনায় ফুলে ফুলে ওঠে। খবর পেয়ে ছুটে আসে ডাক্তার। মুক্ত করে ছিপলীকে, নিজের চির মুক্তির বিনিময়ে।

প্রজ্জলিত মশালের আলোক শিখা মনের মাঝে জালিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছে নটুবাবু,—আলি আর ছিপলী। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় ওদের মনি কোঠায় গাঁথা একটি কথা। সেবাই জীবনের শ্রেষ্ঠধর্ম। সদাশিব ওদের শিখিয়েছে। ওরা থামেনা।

HATEY-BAZAREY

(SYNOPSIS)

Love of humanity and deep regards for life can not restrict the services of Civil Surgeon Sadasiv Mukherjee within the four walls of the hospital, draws him out to the wider spheres of the society and makes him one and same with the poor and the oppressed populous. He wanted to lift them up from the hollow of darkness to the world of light by his devotion, sympathy, love and respect. This spirit inspires Amal, the garage owner, Fisherman Jagadamba, Milk-maid Dalia and innocent Chhipli, the vegetable seller. They come closer to the doctor but the rich business magnet Chhabilal and his son Lachhmanlal remain apart with their immoral purpose.

The doctor is now alone. The death of his beloved wife, ever ailing Manu has untied the bond of family but tied him firmly with the services of the poor deseased inhabitants of the locality. He gives up the job in the hospital, makes a mobile medical-van of his own and dedicated himself completely to the services of the suffering humanity with the help of his old friend, the retired Judge Nutu Babu, Driver Ali and the nurse Chhipli.

The association of Chhipli with the Doctor makes Lachhmanlal more jealous. He plans of his henious crime. In one opportune moment he managed to bring Chhipli within his orbit. But the doctor knows no compromise with the evil. He rescued Chhipli at the cost of his own life.

The doctor is dead and gone but will the spirit of truth inflamed by him die ?

ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা।
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধ ভরে তন্দ্রাহারা ।।
আমি সদা অচল থাকি
গভীর চলার গোপণ রাখি
আমার চলা নবীন পাতায়
আমার চলা ফুলের ধারায় ।।
ওগো নদী চলার বেগে পাগল পারা
পথে পথে বাহির হয়ে আপন হারা
আমার চলা যায় না বলা
আলোর পানে প্রাণের চলা
আকাশ বোঝে আনন্দ তার
বোঝে নিশার নিরব তারা
ওগো নদী আপন বেগে—

চেয়ে থাকি চেয়ে থাকি চেয়ে চেয়ে থাকি
শ্যাম তোর তরে তমাল তলায় চেয়ে থাকি—
চেয়ে চেয়ে মোর রাঙা হলো কেন
কাজল টানা কালো আঁখি
শ্যাম তোর তরে তমাল তলায় চেয়ে থাকি।
কভু চেয়ে থাকি যমুনার জলে
কভু চেয়ে থাকি তমালের তরে
চেয়ে থাকা বুঝি সার হলো মোর
তবু চেয়ে চেয়ে থাকি।
চেয়ে চেয়ে মোর রাঙা হলো কেন
আবার কাজল টানা কালো আঁখি
শ্যাম তোর তরে তমাল তলায় চেয়ে থাকি ।।

আগে আগে নন্‌দী চলে; পিছে ননদইয়া
আউর উস্‌কী পিছে ম্যয় বেচারী
মেরে পিছে সঁইয়া
সরোতা কাঁহা ভুল গায়ে
গ্যারে ননদইয়া—সরোতা কাঁহা ভুল গ্যয়ে
লাড্ডু মোরী ননদী খায়ে, পেঁড়া ননদইয়া
ম্যয় বেচারী রাবড়ী খায়ে
ঝুঠা চাটে সঁইয়া
সরোতা কাঁহা ভুল গায়ে
নন্‌দী মোরী থালি দিখায়ে চাটে ননদইয়া
ম্যয় বেচারী পান খাঁউ
চূণা চাটে সঁইয়া
সরোতা কাঁহা ভুল গায়ে
গ্যারে ননদইয়া সরোতা কাঁহা ভুল গ্যয়ে ।।

রাজকাপুর
উত্তমকুমার
অভিনীত
অসীম দত্ত
প্রযোজিত
প্রিয়া ফিল্মসের
আগামী নিবেদন!
আনন্দ সংবাদ
পরিচালনা
হৃষীকেশ মুখার্জী
নায়িকা চরিত্রে ?
BEEKECEE